সমকাল

তারিখ ... 24 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ..৩..৮.. কলাম ..৬..

মহসিন কলেজে ছাত্রলীগের দু'পক্ষে সংঘর্ষ, গুলি

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের সরকারি হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। কলেজে আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে গতকাল শনিবার দুপুরে এ সংঘর্ষ হয়। এ সময় গুলি ও ভাংচুরের ঘটনাও ঘটে। এতে এক ছাত্রলীগ নেতাসহ তিন শিক্ষার্থী আহত হন। তারা হলেন কলেজ ছাত্রলীগ নেতা মাইমুন উদ্দিন মামুন, শিক্ষার্থী ঐশিক পাল জিতু ও ফখরুদ্দিন আল ফয়সাল।

সংঘর্ষে জড়ানো ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি ও স্থানীয় যুবলীগ নেতা টিনুর অনুসারী বলে পরিচিত। এ ঘটনায় মহসিন কলেজ ও পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রলীগের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সূত্র জানায়, গত বছরের ডিসেম্বরে ছাত্রশিবিরকে বিতাড়নের পর চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজের দখল নেয় ছাত্রলীগ। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আধিপত্য নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এ নিয়ে দু'পক্ষে প্রায় সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। গতকালও মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল টিনুর অনুসারী কয়েকজন বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মী মহসিন কলেজে ঢুকতে চাইলে নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রনির সমর্থকরা বাধা দেয়। এ নিয়ে দু'পক্ষ বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে হাতাহাতি ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এ সময় কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একই সময়ে বিক্ষুব্ধ কিছু ছাত্রলীগ নেতাকর্মী চট্টগ্রাম কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে পুলিশ ফাঁড়ি ক্যান্টিনে ভাংচুর চালায়।

নগরীর চকবাজার থানার ওসি আজিজ আহমদ সমকালকে বলেন, ছাত্রলীগের দুই পক্ষে বিরোধের জের ধরে হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় এক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা গেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুটি কলেজেই অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তবে ঘটনার জন্য চকবাজার থানার ওসিকে দায়ী করেন নগর ছাত্রলীগ নেতা নুরুল আজিম রনি। তিনি সমকালকে বলেন, 'টিনুসহ বহিরাগতদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন ওসি আজিজ আহমদ। কলেজ কর্তৃপক্ষ কার্ড দেখে ভেতরে প্রবেশ করানোর নির্দেশনা দিলেও পুলিশ যাকে খুশি কলেজে ঢোকার সুযোগ করে দিচ্ছে। এ কারণে দুটি কলেজে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো ঘটছে।'